হারাম রিলেশনশিপ



তত্ত্বাবধায়ক

উস্তাজ আব্দুল ওয়াহিদ

উপস্থাপক

খালেদা নাসরিন

রোল নং- ২০১০২১৪৪

সেমিস্টার- ০৬

তারিখ: ৩০-১১-২০২২

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ'

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সূচিপত্র

১. হারাম রিলেশন

হারাম রিলেশনশিপ বলা হয় বিবাহপূর্ব প্রেম-ভালোবাসাকে। যেটা ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণরূপে হারাম। বর্তমান আমাদের যুব সমাজের একটা বড় অংশ এই হারামে রিলেশনশিপে জড়িত। অনেকে এই হারাম রিলেশনশিপ কে পবিত্র ভালবাসা হিসেবে আখ্যায়িত করে। এটা পবিত্র ভালোবাসা না বরং শয়তানের ধোকায় পড়ে তারা এমন কথা বলে থাকে। আসলে পবিত্র ভালোবাসা হল আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আমাদের ভালোবাসা। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালোবাসা। আমাদের যেমন মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা। ছোটদের প্রতি বড়দের যে স্নেহ- ভালোবাসা। শিক্ষক বা গুরুজনদের শিক্ষার্থীর প্রতি ভালোবাসা। এটাই হলো পবিত্র ভালোবাসা বা খাঁটি প্রেম। আমাদের যুবক ভায়েরা এবং যুবতী বোনেরা হারাম রিলেশনশিপে জড়িয়ে শেষ করছে নিজেকে। নিজেদের পরিবারকে। আরো সমাজকে করে তুলছে কলুষিত।

১.১ হারাম রিলেশনশিপে আবদ্ধ হওয়ার কারন

বিয়ে কঠিন হওয়াঃ

আমাদের সমাজে যিনাকে সহজ করা হয়েছে। আর বিয়েকে কঠিন করা হয়েছে। একটা ১৫/১৬ বছরের ছেলে-মেয়ে যিনা করলে তাদের বিচার হয় না অথচ একটা ছেলে-মেয়ে ১৮ বছরের আগে বিয়ে করলে তাদের বিচার হয়। ছেলে-মেয়ের উপনীত বয়স হলে তাদের জৈবিক চাহিদা থাকবে এটা স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক কিছু না।তাদের জৈবিক চাহিদা পূরনের জন্য তাদের বিবাহ দিয়ে দিতে হবে। কারন মানুষ যখন বৈধ পনহায় কিছু না করতে পারে তখন অনেকসময় অবৈধ পনহাকে বেছে নেয়।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেনঃ

وَ اَنۡكِحُوا الۡاَيَامٰى مِنۡكُمۡ وَ الصّٰلِحِيۡنَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَ اِمَآئِكُمۡ ؕ اِنۡ يَّكُوۡنُوۡا فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۳۲﴾

তোমাদের মধ্যে যাদের স্ত্রী নেই, তোমরা তাদের বিয়ের ব্যবসহা করো, (একই ভাবে) তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা ভালো তাদেরও (বিয়ের ব্যবসহা করো) যদি তারা অভাবি হয় (তাহলে) আল্লাহ তায়ালা (অচিরেই) তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে তাদের অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।সূরা আন-নূর ৩২ নং আয়াত।

পর্দা না করাঃ

ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্যই পর্দার বিধান আছে।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿۳۰﴾

আল্লাহ তায়ালা আমাদের দৃষ্টিকে নত করতে এবং লজ্জাসহানকে হেফাজত করতে বলেছেন। [সূরা আন-নূর ৩০-৩১]।কিন্তু আমাদের অনেক ভাই-বোন এই বিধানকে না পালন করার কারনে প্রথমে একে অপরকে দেখতে দেখতে ভালোলাগা, থেকে শুরু হয় হারাম রিলেশনশিপ।

অবাধ মোবাইল ব্যবহারঃ

আমাদের সমাজের অনেক ভাই-বোন মোবাইলের মাধ্যমে হারাম রিলেশনেশিপে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমে দিকে অল্প অল্প কথা বলতে বলতে একটা সময় তারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে হারাম রিলেশনশিপে লিপ্ত হয়ে যায়। এর পরিণতি খুবই বিপদজনক।

অভিভাবকদের অবহেলাঃ

যুবক-যুবতীদের হারাম রিলেশনশিপে জড়িয়ে পড়ার অন্যতম একটা কারন হল,তাদের অভিভাবকদের যথেষ্ট তদারকি না থাকার কারনে। দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার কারনে। যুবক-যুবতীদের তাদের নিজেদের খেয়াল-খুশি মত চলতে দেওয়ার কারনে।

সঙ্গদোষঃ

আমরা ছোট কাল থেকে এই উক্তিটি শুনে আসছি তা হল " সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ " আমাদের যুবক-যুবতীরা হারাম রিলেশনশিপে জড়িয়ে পড়ার পিছনে অসৎ সঙ্গদোষও বিশেষ ভুমিকা পালন করে। বখাটে, খারাপ, দুশ্চরিত্রবান ব্যক্তির সাথে চলতে চলতে এক সময় অনেক যুবক-যুবতী হারাম রিলেশনশিপে জড়িয়ে পড়ে।

আল্লাহ তায়ালাকে ভয় না করাঃ

যুবক-যুবতীর হারাম রিলেশনশিপে জড়িয়ে পড়ার প্রধান কারন হল আল্লাহ তায়ালাকে ভয় না করা। আল্লাহ তায়ালা কে ভুলে শয়তানের ধোকায় পড়ে যাওয়া। নিজের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেওয়া। নিজের পরিচয় ভুলে যাওয়া।

১.২ হারাম রিলেশনশিপের পরিণতি

*** পরকীয়াঃ**

হারাম রিলেশনশিপের মাধ্যমে বিয়ে হলে বিয়ের পর অনেক স্বামী-স্ত্রী পরকীয়ায় লিপ্ত হয়। কারন একটা ছেলে কিংবা মেয়ে বিয়ের আগে যদি হারাম সম্পর্ক গড়তে পারে তাহলে বিয়ের পরে যে গড়বে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?

***সাংসারিক অশান্তিঃ**

হারাম রিলেশনশিপের মাধ্যমে সংগঠিত বিয়ে গুলোর সাংসারিক জীবনে অশান্তি নেমে আসে।

*** তালাক্ব+ডিভোর্সঃ**

হারাম রিলেশনশিপের মাধ্যমে বিয়ে হওয়ার পর সামান্য সামান্য কারনে স্বামী, স্ত্রীকে তালাক দেয় আর স্ত্রী স্বামীকে ডিভোর্স দেয়। এমন ঘটনা আমাদের সমাজে অহরহ দেখা যায়।

***চরিত্র কলুষিত হয়ঃ**

হারাম রিলেশনশিপ যুবক-যুবতীর চরিত্রকে কলুষিত করে দেয়। দিন দিন তারা হারাম রিলেশনশিপে জড়িত থেকে নিজেদের বিবেক বুদ্ধিকে অকেজো করে ফেলে।

***আত্মহত্যাঃ**

হারাম রিলেশনশিপে জড়িত থাকা অবসহায় প্রেমিক-প্রেমিকা একজন আরেকজনকে না পাওয়ার কারনে অথবা হারাম রিলেশনশিপের মাধ্যমে বিয়ে করার পর কোনো অশান্তির কারনে তারা আত্মহত্যার মত ঘৃণিত পথকে বেছে নেয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ ۟ وَ لَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيۡمًا ﴿۲۹﴾

তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি দয়ালু। [সূরা আন-নিসা ২৯]।

যিনার পথ সহজ হওয়াঃ

হারাম রিলেশনশিপের মাধ্যমে প্রেমিক-প্রেমিকার যিনার রাস্তা সহজ হয়ে যায়। অনেকেই বিবাহের আগে শারিরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَ لَا تَقۡرَبُوا الزِّنٰۤی اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَ سَآءَ سَبِيۡلًا ﴿۳۲

আর তোমরা যিনার কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। [সূরা বনী-ইসরাইল-৩২]। প্রেমিক-প্রেমিকাদের অবাধ মেলামেশায় তারা ভিন্ন ভিন্ন যিনার গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। যেমনঃ চোখের যিনা,জিহ্বার যিনা,হাতের যিনা, পায়ের যিনা, কানের যিনা,মনের যিনা। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

কোন বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া চোখের যিনা, অশ্লীল কথাবার্তা বলা জিহ্বার যিনা, অবৈধভাবে কাউকে স্পর্শ করা হাতের যিনা, ব্যাভিচারের উদ্দেশ্যে হেঁটে যাওয়া পায়ের যিনা, খারাপ কথা শোনা কানের যিনা, আর যিনার কল্পনা করা ও আকাংখা করা মনের যিনা।

*** এসিড নিক্ষেপঃ**

হারাম রিলেশনশিপে জড়িত থাকা অবসহায় কোনো এক কারনে যদি হারাম বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে প্রেমিক, প্রেমিকার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে এসিড নিক্ষেপ করে।

***পিতা-মাতার মানহানিঃ**

অনেক সময় দেখা যায় যে হারাম রিলেশনশিপে প্রেমিক-প্রেমিকা দীর্ঘদিন জড়িত থাকার পরে, বাসায় না জানিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এতে করে তাদের পিতা-মাতার মানহানি হয়।

***সন্তান নষ্ট করা বা নবজাতক হত্যাঃ**

হারাম রিলেশনশিপে জড়িত থেকে অনেক সময় প্রেমিক-প্রেমিকা শারিরিক সম্পর্ক করার কারনে প্রেমিকা প্রেগন্যান্ট হয়ে যায়। এ দিকে তারা তো এখনো বিয়েই করেনি। তাই তারা সন্তান নষ্ট করে। অথবা প্রসব করার পর কোনো নর্দমা বা ডাস্টবিনে তাদের যিনার ফসল ফেলে দিতে একটু কুন্ঠিত বোধও করে না। এমন ঘটনা আমাদের আশেপাশেই মাঝে মধ্যেই অবলোকন করলে দেখা যায়। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَ لَا تَقۡرَبُوا الزِّنٰۤی اِنَّہٗ کَانَ فَاحِشَۃً ؕ وَ سَآءَ سَبِیۡلًا ﴿۳۲﴾

তোমরা তোমাদের সন্তানদের কখনো দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না। [সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত-৩১]

***সময়ের অপব্যবহারঃ**

হারাম রিলেশনশিপের মাধ্যমে প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের জীবনের অনেক মুল্যবান সময় কে তারা হেলায়-খেলায় কাটিয়ে দেয়। অথচ সময় হলো খুব মুল্যবান সম্পদ। একজন মুসলিম সময়ের অপব্যবহার না করে সদ্ব্যবহার করবে এটাই কাম্য।

***লেখা-পড়ার অবনতিঃ**

আমরা একটু লক্ষ্য করলে আমাদের চারিদিকের অনেক যুবক-যুবতীদের দেখতে পাব যে, তারা হারাম রিলেশনশিপে জড়ানোর আগে তাদের লেখা-পড়া কেমন ছিল আর জড়ানোর পরে কেমন আছে। অনেকের দেখা যায় হারাম রিলেশনশিপে জড়ানোর পরে লেখা-পড়ায় একেবারে ছেড়ে দেয়।

***আল্লাহর স্মরন থেকে গাফেল থাকাঃ**

হারাম রিলেশনশিপে জড়িত থাকা অবসহায় প্রেমিক-প্রেমিকা শয়তানের ধোকায় পড়ে তারা আল্লাহর স্মরন থেকে গাফেল হয়ে যায়। তারা একজন আরেকজনকে নিয়ে রঙিন রঙিন স্বপ্ন দেখতে থাকে, নিজেদের রব কে ভুলে গিয়ে।

১.৩ হারাম রিলেশনশিপ থেকে উত্তোরনের উপায়

*** আল্লাহর স্মরণঃ**

সর্বদা আল্লাহ কে স্মরণ করতে হবে। আল্লাহ কে ভয় করতে হবে। কেননা আমরা যা কিছুই করি না কেন? কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টির অগোচরে নন। তিনি সবকিছু জানেন এবং দেখেন।

***দৃষ্টি ও লজ্জাসহানকে সংযত রাখাঃ**

সাধারণত যুবক-যুবতী একজন আরেকজনকে দেখতে দেখতে একসময় হারাম রিলেশনেশিপে জড়িয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ তায়ালা মুমিন পুরুষ আর ঈমানদার নারীদের সম্পর্কে কুরআনে বলে দিয়েছেন,দৃষ্টি নত করতে আর লজ্জাসহানের হেফাজত করতে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃআপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাসহানের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলে দিন,তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাসহানের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। [সূরা আন-নুর-৩০-৩১] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দু' চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তু (তথা মুখ ও জিহ্বা) এবং দু' পায়ের মধ্যস্থিত বস্তু (তথা লজ্জাস্থান) এর জিম্মাদার হবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবো। [সহিহ বুখারী-৬৪৭৪]

*** নামাজে মনোযোগী হওয়াঃ**

নামাজে মনোযোগী হতে হবে। কোনোপ্রকার উদাসীন হলে চলবে না। খুব বিনয়ের সাথে ধীরসিহরভাবে নামাজ আদায় করতে হবে।

*** বন্ধু নির্বাচনঃ**

হারাম রিলেশনশিপ থেকে বাঁচার জন্য বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে খুব তৎপর থাকতে হবে। এমন কোনো ছেলে বা মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না যারা বেআদব, বখাটে, হারাম রিলেশনশিপে জড়িত, নেশা করে,সিনেমা, নাটক,থিয়েটার দেখে ইত্যাদি। এজাতীয় খারাপ চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তি থেকে এড়িয়ে চলতে হবে।

বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কুরআনের নিম্নের আয়াতের অনুসরন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক। [সুরা আত-তাওবা-১১৯]

অশ্লীল কাজ পরিহারঃ

গান, সিনেমা,মুভি বিভিন্ন অশ্লিল ভিডিও দেখা থেকে নিজেকে হেফাজত করতে হবে। কারন এগুলো দেখে এবং শুনে অনেক ভাই-বোন হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।

*** *দৃষ্টি ও লজ্জাসহানকে সংযত রাখাঃ**

সাধারণত যুবক-যুবতী একজন আরেকজনকে দেখতে দেখতে একসময় হারাম রিলেশনেশিপে জড়িয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ তায়ালা মুমিন পুরুষ আর ঈমানদার নারীদের সম্পর্কে কুরআনে বলে দিয়েছেন,দৃষ্টি নত করতে আর লজ্জাসহানের হেফাজত করতে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃআপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাসহানের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলে দিন,তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাসহানের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। [সূরা আন-নূর ৩০]।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দু’ চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তু (সন্তান তথা মুখ ও জিহ্বা) এবং দু’ পায়ের মধ্যস্থিত বস্তু (তথা লজ্জাস্থান) এর জিম্মাদার হবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবো। [সহিহ বুখারি- ৬৪৭৪]

মৃত্যুর স্মরনঃ

হারাম রিলেশনশিপ থেকে বাঁচার আরেকটা উপায় হলো। সব সময় মৃত্যুর কথা স্মরন রাখতে হবে। মনে মনে এই চিন্তা মাথায় রাখতে হবে যে, যেন আজই আমাদের জীবনের শেষ দিন। অধিক পরিমানে মৃত্যুর কথা স্মরন করলে কোনো ব্যক্তির দ্বারা পাপ কাজ খুব কমই সংগঠিত হয়।

ভালো কাজে জড়িত থাকাঃ

যখন কোনো ব্যক্তি একা একা থাকে তখন শয়তান তাকে বেশি কুমন্ত্রণা দেয়। তাই অবসর সময় না কাটিয়ে কোনো ভালো কাজে নিজেকে যুক্ত রাখতে হবে।

১.৪ হারাম রিলেশনশিপ থেকে ফিরে আসার পুরষ্কার

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَ الَّذِیۡنَ اِذَا فَعَلُوۡا فَاحِشَۃً اَوۡ ظَلَمُوۡۤا اَنۡفُسَہُمۡ ذَکَرُوا اللّٰہَ فَاسۡتَغۡفَرُوۡا لِذُنُوۡبِہِمۡ ۪ وَ مَنۡ یَّغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ اِلَّا اللّٰہُ ۪۟ وَ لَمۡ یُصِرُّوۡا عَلٰی مَا فَعَلُوۡا وَ ہُمۡ یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۳۵﴾

তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা জেনে বুঝে কখনো নিজেদের গুনাহের উপর অটল হয়ে বসে থাকে না। [সুরা আলে ইমরান ১৩৫]

اُولٰٓئِکَ جَزَآؤُہُمۡ مَّغۡفِرَۃٌ مِّنۡ رَّبِّہِمۡ وَ جَنّٰتٌ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِہَا الۡاَنۡہٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡہَا ؕ وَ نِعۡمَ اَجۡرُ الۡعٰمِلِیۡنَ ﴿۱۳۶﴾

তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। (এটা) সৎ কর্মশীল ব্যক্তিদের জন্যে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কত সুন্দর প্রতিদান! [সুরা আলে ইমরান -১৩৬]।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যৌবনকালের ইবাদাত আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ইবাদাত। আমাদের আরো মনে রাখতে হবে, যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন সাত শ্রেনীর মানুষকে আল্লাহ তায়ালা আরশের ছায়া দিবেন। তাদের মধ্যে এক শ্রেনী হল ঐ যুবক যে তার যৌবনকাল অতিবাহিত করছে আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতে। [সহিহ বুখারি ৬৬০, সহিহ মুসলিম ১০৩১]।

তাই আসুন!

যারা হারাম রিলেশনশিপে জড়িত আছেন তারা হারাম রিলেশনশিপ ত্যাগ করে ফিরে আসি রবের দিকে। তাওবা আর চোখের জল ফেলে কাঁদতে থাকি রবের দরবারে। যিনি এমন রব যে, আমাদের কে তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন।

মনে রাখবেন!

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেনঃ যদি কোনো বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হয়ে যাই। আর যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হই।আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই [সহিহ বুখারি ৭৪০৫]

আর যে সমস্ত ভাই-বোনেরা কোনদিন হারাম রিলেশনশিপে জড়িত হোন নি তারা আর না জড়িত হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে।

জীবনের কত বসন্ত কেটে গিয়েছে হারাম রিলেশনশিপে, কত রাত অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে অন্ধকার জগতে দিনগুলি সব চলে গিয়েছে মিছে দুনিয়ার মায়ায়, জীবনের প্রতিটা মূহুর্ত ভরে উঠেছে পাপ-পুংকিলতা'য়। নেকী কে বর্জন করে গুনাহ কে ধরেছি আঁকড়ে আসল বন্ধুকে ছেড়ে নকল বন্ধুকে করেছি অতিআপন।

নশ্বর দুনিয়ার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে ভুলে গেয়েছি আজ পথ, খায়েশের টানে ছুটে চলেছি বেমালুম ভুলে গিয়েছি রবের ডাক।

হে পথহারা যুবক-যুবতী ! ফিরে এসো আপন নীড়ে চিরসত্য মরন তোমাকে আলিঙ্গন করার পূর্বেই। ক্ষণে ক্ষনে তাওবা করো,নিজের পাপ মার্জনার আশায় তবেই জীবনের সকল আঁধার ঘুচে ফুটবে দ্বীপ্ত আলোর শিখা।

تقبل الله منا و منكم ْ صا لح الاعمال

আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের সৎকর্মগুলো কবুল করুন। আমীন।

২. হারাম সম্পর্কে থাকা অবস্থায় ইবাদাত ও দোয়া কবুল হবে?

ইসলাম মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মনোনীত শ্রেষ্ঠ দ্বীন। কিন্তু এখনকার তথাকথিত সমাজে তরুণ-তরুণীদের দ্বীনে ফেরার পথে সবচেয়ে বড় যে প্রতিবন্ধকতা, সেটা হলো হারাম সম্পর্ক।

এমন অনেকেই আছে যারা হয়তো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ে, রমজানে রোজা রাখে, দ্বীনের ব্যাপারেও খুব আগ্রহী। কিন্তু, একটা জায়গায় এসে আটকে গেছে— হারাম সম্পর্ক।

নবী-রাসুলের সময় থেকে এখন পর্যন্ত ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ বহির্ভূত তথাকথিত রিলেশনশিপ বা প্রেমের সম্পর্ক সম্পূর্ণ হারাম । একে অপরের সঙ্গে কামনা-বাসনা সহকারে কথাবার্তা, নির্জনে দেখা-সাক্ষাত, ডেটিং, চ্যাটিং, স্পর্শ, হাসাহাসি, দুষ্টামি সবই ইসলামে নিষিদ্ধ।

এসব রিলেশনশিপ মূলত শয়তানের ফাঁদ।

এই ফাঁদে পড়ে নারী-পুরুষ উভয়ে জেনার দিকে ধাবিত হয়-যার পরিনতি খুবই ভয়াবহ।

নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময়েও রয়েছে সুস্পষ্ট হুকুম। এ প্রসঙ্গে কুরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করেছেন।

পুরুষদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- '(হে রাসুল! আপনি) মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তাআলা সে ব্যাপারে খবর রাখেন।' [সুরা নুরঃ আয়াত ৩০]।

আবার নারীদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- '(হে রাসুল! আপনি) ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। সাধারণতঃ প্রকাশমান ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বুকের ওপরে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, বাবা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, স্ত্রীলোক অধিকারভূক্ত বাদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও (এমন) বালক- যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতিত অন্য কারো সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। (এমনকি) তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' [সুরা নুর : আয়াত ৩১]।

বরং এগুলো সে যদি খালিস নিয়তে যথানিয়মে সম্পাদন করে তাহলে মহান আল্লাহ তা কবুল করবেন বলে আশা করা যায়। কিন্তু হারাম রিলেশনের কারণে গুনাহগার হবে। এ ক্ষেত্রে করণীয় হল, অনতিবিলম্বে তওবা করে এ পথ থেকে ফিরে আসা।

আল্লাহ আমাদেরকে সর্বপ্রকার পাপাচার থেকে তওবায়ে নাসূহা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে তওবায়ে নাসূহা তথা আন্তরিক তওবা করো। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত [সূরা তাহরীমঃ ৮]।

তওবায়ে নাসূহা অর্থঃ খাঁটি ও নির্ভেজাল তওবা, একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ তওবা। অর্থাৎ এমন আন্তরিকতা ও দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে তওবা করা যে, তওবা কারী আর কখনো জেনে-বুঝে ওই গুনাহে লিপ্ত হবে না।

কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা হলো, মুসলিম নারী-পুরুষ উভয়ে অবৈধ সংস্পর্শ, কথা-বার্তা ও দেখা-সাক্ষাৎ, আসক্তি ও সাজ-সজ্জা থেকে বেঁচে থাকা। নিজেদের দ্বীন ও আত্মসম্মান রক্ষা করা।

সুতরাং প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই ছোট হাদিসটির ওপর আমল করা জরুরি। যার বাস্তবায়নে তিনি মুসলিম উম্মাহকে দিয়েছেন জান্নাতের গ্যারান্টি।

তিনি বলেছেন, না বাড়িয়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিয়ে করা। 'যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হেফাজত করবে; আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার হবো।'

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহর নারী-পুরুষ উভয়কে অবৈধ আসক্তি, সম্পর্ক, দেখা-সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা ও যৌন লালসা থেকে মুক্ত থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

৩. হারাম রিলেশনশিপ' নিয়ে একজন আলেমের বক্তব্য

বাংলাদেশের জনপ্রিয় ইসলামিক বক্তা মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারী মনে করেন, উপযুক্ত সময়েই বিয়ের মতো পবিত্র ও জরুরি কাজটি সেরে নেয়া উচিত। তাহলেই সমাজ থেকে অসামাজিক ও যৌন সংক্রান্ত অপরাধগুলো দূর হবে।

তিনি ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়ে বলেন, 'সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়। বিয়ের সম্পর্ক যৌবনের সাথে, ক্যারিয়ারের সাথে নয়। ক্যারিয়ার গড়ার জন্য পড়ে রয়েছে সারা জীবন। মৌলিক এই চাহিদা মেটানোর বৈধ উপায় যেহেতু রুদ্ধ, তাই অবৈধ উপায়গুলো সেই স্থান দখল করে নিবে, এটাই তো স্বাভাবিক। ফলে হারাম রিলেশনশিপ, পর্ণগ্রাফি উপভোগ এবং ধর্ষণের মত জঘন্য ঘটনাও আজ দেশের রুটিন নিউজে পরিণত হয়েছে। তাই, নতুন প্রজন্মকে এই ধ্বংস আর অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে, অভিবাবকদের আরো দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে'।

তিনি বলেন, আসুন, আমরা অভিবাবকগণও আরো একটু মানবিকতার চর্চা করি। বৈধভাবে যৌন চাহিদা মেটানোর সুযোগকে, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের জন্য আরো সহজলভ্য করে তুলি। আমাদের অবহেলায়, আমাদের আদরের সন্তানেরা হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে, অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমরা কোনভাবেই এর দায় এড়াতে পারব না। তাই, আসুন সবাই মিলে— টাইমলি ম্যারেজকে "হ্যা" বলি, আর বিবাহ বহির্ভূত সকল রিলেশনশিপকে "না" বলি। বিয়েকে সহজ করুন, দেখবেন অশ্লীলতার সকল পথ আপনাতেই রুদ্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

স্ট্যাটাসে আরও উল্লেখ করেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত রয়েছে, তাদেরকে বিয়ে করিয়ে দাও। আর, তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা বিবাহের যোগ্য, তাদেরও বিয়ের ব্যবস্থা করো। যদি তারা গরীব হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপন মেহেরবানীতে তাদেরকে ধনী করে দেবেন, আল্লাহ তা'আলা বড়ই প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।" [সূরা নুর, আয়াত: ৩২]।

এ সম্পর্কে একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা:) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন:

'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ রাখে, তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং চরিত্রকে হেফাজত করে। আর যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সিয়াম পালন করে; কেননা, সিয়াম তার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক'। [সহিহ বুখারি]

৪. ভয়ংকর হারাম রিলেশন

কতটা ভয়ংকর এই হারাম রিলেশনশিপ। আমরা অনেকেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছি,প্রতিদিন ২/৩ বেলা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করছি, মেয়েরা পর্দা করছি, নবীর সুন্নত মেনে চলছি, নিয়মিত কত দোয়া করে যাচ্ছি কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার যে কোনো ইবাদতই হয়তো কবুল হচ্ছেনা ,কারণ হারাম সম্পর্ক। আমাদের কোনো ধারণাই নেই এর ভয়াবহতা সম্পর্কে।

এই হারাম রিলেশনের অপর নাম দেয়া যায় যেনা। যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,"তোমরা যেনার কাছেও যেওনা"। তাহলে দেখুন প্রতিদিন নামাজ-কালাম, পর্দা সবকিছু করছি ঠিক তবে যেনায় লিপ্ত থেকে। নাউজুবিল্লাহ।

তাহলে এবার ভাবুনতো আমাদের ইবাদত গুলো কিভাবে কবুল হবে? – একটা বেগানা নারী/পুরুষের সাথে দিনের পর দিন হারাম রিলেশনে থেকে আমাদের "দুনিয়া ও আখিরাত" বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

আর এই আল্লাহর অবাধ্যতায় ডুবে থেকে আমরা কখনো ভালো থাকতে পারবো না। আমাদের ঈমান,আমল, সময় , বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব ধ্বংস হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত যে হারাম রিলেশনে থাকা মানুষটিকে আমরা

জীবন সঙ্গী হিসেবে পাবো তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। অধিকাংশ হারাম রিলেশনের শেষ পরিনতি হয় বিচ্ছেদ ও ধোঁকা। কিন্তু পাপগুলো আমাদের আমল নামায় থেকে যাচ্ছে।

যদি এটা ভাবা হয় যে বিয়ের করার উদ্দেশ্যে তো সম্পর্কে জড়িয়েছি, কোন সমস্যা নেই ।এই ধারণাটি ভুল ।কারণ হজ্বের উদ্দেশ্যে চুরি, ডাকাতি করে টাকা জমিয়ে হজ্ব করা যেমন জায়েয নেই অথবা কোরবানির উদ্দেশ্যে গরু চুরি করে কোরবানি করা যেমন জায়েয নেই, ঠিক তেমনি বিবাহের উদ্দেশ্য হারাম রিলেশনে থাকাও জায়েজ নেই। "বিয়ে হচ্ছে দ্বীনের অর্ধেক " নবীর সুন্নাহ। তাই হালাল সম্পর্ককে হারামের মাধ্যমে পূর্ণতা দেয়া ইসলাম সমর্থিত নয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা ঐ মহাদিনের শাস্তির কথা পাপের কথা, যিনার কথা মনে করে, আল্লাহকে সন্তুষ্টির জন্য আমরা এ ধরনের সম্পর্ক থেকে বিরত হই।

আমাদের মনে হতে পারে, হঠাৎ করে যদি তাকে ছেড়ে দিই তাহলে সে কষ্ট পাবে। কিন্তু একজন বেগানা নারী/পুরুষের জন্য এতোটা ভাবছি কেন আমরা। যে কিনা বিচার দিবসে জাহান্নামের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অথচ আমাদের রব আমাদেরকে এতো নিয়ামত দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন শুধুমাত্র তার বিধান মেনে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। আর আমরা দিনের পর দিন স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে তাকে অসন্তুষ্ট করছি। আস্তাগফিরুল্লাহ।

৫. অবৈধ প্রেম থেকে দূরে থাকবেন যেভাবেঃ

ইসলামে যে সম্পর্কগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা 'হারাম সম্পর্ক'। ইসলামে বিয়ের আগে সবধরনের প্রেম-ভালবাসা (যিনা) হারাম ও কবিরা গুনাহ, এর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। শয়তানের প্ররোচনায়,মানুষ এ রিলেশনে জড়িয়ে পড়ে। অনেকে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু যখন ফিরে আসতে চায় শয়তান তখন তার পেছনে আরো আষ্টেপৃষ্ঠে লাগে। আজ আমরা জেনে নেবো 'বিতাড়িত শয়তান'কে টপকিয়ে হারাম সম্পর্ক থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায়।

গান শোনা ছেড়ে দিনঃ

যদি আপনার গান শোনার অভ্যাস থাকে; তাহলে এই অভ্যাস সম্পূর্ণ ত্যাগ করুন। ফোন থেকে সব গান ডিলিট করে দিন। সিনেমা, নাটককেও বিদায় জানান চিরতরে। হক্কানি আলেমাদের তাফসীর শুনুন।

আল্লাহকে ভয় করুনঃ

কাউকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহর জন্য। কারো থেকে দূরে থাকতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

ইসলামিক মাইন্ডের বন্ধু বান্ধব তৈরি করুনঃ

যারা সবসময় দীন ও ইসলামের কথা বলে এমন বন্ধু। দিনশেষে যেন অত্যন্ত একজনও ইসলামিক মাইন্ডের বন্ধু থাকে আপনার; যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। সবসময় তার সঙ্গেই উঠাবসা করুন। দ্বীনি আলোচনা করুন। বয়ফ্রেন্ড/গার্লফ্রেন্ড আছে কিংবা প্রেম করে এসব বন্ধু-বান্ধবী থেকে যথাসম্ভব ভদ্রতা বজায় রেখে দূরে থাকুন। ভুল করেও বয়/ গার্লফ্রেন্ড বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করবেন না। এটা আপনার জন্য ক্ষতিকর। আপনার অতীত প্রেমিক/প্রেমিকার জন্যও তা ক্ষতিকর।

আর বয়ফ্রেন্ডের/গার্লফ্রেন্ডের দেয়া কোনো উপহার আপনার কাছে থাকলে সেগুলো নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখবেন না কোনো ভাবেই।

জিকিরে মশগুল থাকাঃ

সবসময় নিজেকে জিকিরে মশগুল রাখবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ تَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُهُمۡ بِذِكۡرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ ﴿۲۸﴾

জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়। [সুরা রা'দ আয়াত: ২৮]। পাশাপাশি জীবনকে পরকাল মুখী করুন। দুনিয়ার ৬০ বছরের জিন্দেগী থেকেও আখিরাতের লক্ষ কোটি বছরের জিন্দেগীর কথা ভাবুন।আপনি সেই ছেলে অথবা মেয়ের কথা মনে করেন বলেই মনে পড়ে! মনে করবেন না ভুলেও। তাহলে আর মনে পড়বে না। মনে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ'র প্রেমে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবেন। পবিত্র কোরআন পড়বেন। শয়তান আপনাকে ওয়াসওয়াসা দিয়ে হারাম কাজের জন্য আবেগী বানাতে চাইবে! তাই সর্তক থাকবেন।

জীবনসঙ্গী/সঙ্গীনির কথা ভাবুনঃ

প্রেমিক/প্রেমিকাকে ফেসবুকসহ সবকিছু থেকে ব্লক দিয়ে রাখুন। প্রোফাইল ঘাটবেন না। মন চাইলেও সাথে সাথে মনকে ফিরিয়ে আনবেন। নিজেকে প্রভুর ভালোবাসায় সিক্ত করবেন। পাশাপাশি আপনার জীবনসঙ্গীনীর কথা ভাবুন; যাকে আপনার জন্য আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন তাকে ঠকানো যাবে না। মনে রাখবেন, প্রেম

নামক এই হারাম সম্পর্কে যতদিন থাকবেন ততদিন পাপ হতেই থাকবে। এ সম্পর্ক আপনাকে নিয়ে যাবে ধ্বংসের অতল গহ্বরে।

মৃত্যুকে ভয় করুনঃ

সর্বদা মৃত্যুকে ভয় করবেন। কখন মৃত্যু এসে যায় বলা যায় না। হারাম সম্পর্কে জড়িত থাকা অবস্থায় মারা গেলে কে আপনার সঙ্গী হবে? সত্যিকার বন্ধু কে? কোরআন নাকি আপনার হারাম প্রেমিক/প্রেমিকা?

৬. হারাম রিলেশনশিপ বনাম বিয়ে

হারাম রিলেশনশিপ আর বিয়ে দুইটা ভিন্ন জিনিস। একটা বিয়ের আগে, যেটা ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণরূপে হারাম। আর আরেকটা হল বিয়ে, যেটা হালাল। হারাম রিলেশনশিপ থাকা অবসহায় মানুষের মায়া,মমতা, আবেগ,ভালোবাসা সব কিছুর পরিমানই একটু বেশি থাকে। কিন্তু যখন এই হারাম রিলেশনশিপের মাধ্যমে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়,তখন আস্তে আস্তে এগুলা ভাটা পড়তে থাকে। তার অনেকগুলা কারন থাকতে পারে।যেমনঃপ্রেমিক-প্রেমিকাদের হারাম রিলেশনশিপ সাধারণত আবেগ,ভালোলাগা থেকে গড়ে উঠে। তারা একজন আরেকজনের নিকট নিজেকে আকর্ষনীয় করে তুলে। নিজেদের ব্যক্তিগত অনেক খারাপ অভ্যাস গুলা লুকিয়ে রাখে। কিন্তু বিবাহপরবর্তী জীবন, সে তো আবেগের চেয়ে বাস্তবতাকেই বেশি প্রাধান্য দিতে হয়। এই সময় একে অপরকে খুব ভালো করে চিনতে পারে। ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটিগুলো ফাঁস হয়ে যায়। যা হারাম রিলেশিপ থাকাকালীন তাদের জানাই ছিল না। এখান থেকে শুরু হয় মনোমালিন্য। দাম্পত্যকলহ লেগেই থাকে। শান্তি নামের সুখ পাখিটা কোথায় যেন হারিয়ে যায়।ছিটকে যায় বিবাহ বন্ধন। অমাবস্যার অন্ধকার নেমে আসে সাংসারিক জীবনে। অনেকে বলতে পারেন যে,এমনি সাধারন বিবাহের পরেও তো অনেকের দাম্পত্যজীবনে এমন হয়। না ভাই, সে সংখ্যা খুবই নগন্য। আমাদের মনে রাখতে হবে হালাল জিনিসের আলাদা একটা শান্তি আছে।যেটা হারাম জিনিসের মধ্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ ও তার ফলাফলঃ

একজন পুরুষ ও বেগানা নারীর মাঝে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যেটাকে মানুষ "প্রেম" নামে অভিহিত করে থাকে; সেটা কতগুলো হারাম কাজ এবং শরিয়ত ও চরিত্র পরিপন্থী বিষয়ের সমষ্টি।

এ ধরণের সম্পর্ক হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন বিবেকবান ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারে না। কারণ এতে রয়েছে— বেগানা নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান, বেগানা নারীর দিকে তাকানো, প্রেম ও অনুরাগমূলক কথাবার্তা; যে সব কথা যৌন কামনা ও চাহিদাকে উত্তেজিত করে। এ ধরণের সম্পর্কের ফলে এগুলোর চেয়েও জঘন্য কিছু ঘটতে পারে; যেমনটি বাস্তবে দেখা যায়।

এসব হারাম হওয়া কুরআন-সুন্নাহ্‌র দলিলের ভিত্তিতে সুবিদিত। এ বিধানগুলোর আওতা থেকে কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি। এমনকি কেউ বিয়ের সংকল্প করলে তাকেও নয়; বিয়ের প্রস্তাবকারী পাত্রকেও নয়। কেননা বিয়ের আকদ (চুক্তি) হওয়ার আগ পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাবকারী ছেলেও বেগানা পুরুষ।

১। কোন বেগানা নারীর সাথে কোন পুরুষের নিভৃতে অবস্থান করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে; এমনকি সে ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাবকারী হলেও; হাদিসে এসেছে যা ইমাম বুখারী (৩০০৬) ও ইমাম মুসলিম (১৩৪১) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন: "অবশ্যই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নিভৃতে একত্রিত হবে না"।

তিনি আরও বলেন: "সাবধান! কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নিভৃতে একত্রিত হবে না; যদি হয় সেখানে শয়তানই থাকে তৃতীয় ব্যক্তি।"[সুনানে তিরমিযি (২১৬৫); শাইখ আলবানী 'সহিহুত তিরমিযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

২। কোন পুরুষ কোন নারীর দিকে তাকানো হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআলার বাণীতে উদ্ধৃত হয়েছে যে: "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে, লজ্জাস্থানকে হেফাযতে রাখে। এটাই তাদের পবিত্র থাকার জন্য অধিকতর সহায়ক। তারা যা কিছু করে আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে অবহিত।"[সূরা নূর, আয়াতঃ ৩০]

জারির বিন আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হঠাৎ নজর পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন।[সহিহ মুসলিম (২১৫৯)]

হঠাৎ দৃষ্টি হচ্ছে— কোন নারীর ওপর অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখ পড়ে যাওয়া। যেমন কেউ রাস্তার দিকে তাকাতে গিয়ে চোখে পড়ল।

পক্ষান্তরে, নারীর জন্য যৌন কামনা ব্যতীত পুরুষের দিকে তাকানো জায়েয আছে; যদি এতে ফিতনা সৃষ্টির আশংকা না থাকে। যৌন কামনা নিয়ে কিংবা ফিতনাগ্রস্ত হওয়ার ভয় থাকলে জায়েয নেই।

৩। বেগানা নারীর সাথে মুসাফাহা করা হারাম হওয়া সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, "তোমাদের কারো মাথায় লোহার শলাকা দিয়ে আঘাত করা হালাল নয় এমন নারীকে স্পর্শ করার চেয়ে উত্তম।"[তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত মা'কিল বিন ইয়াসার (রাঃ) এর হাদিস; আলবানী "সহিহুল জা'মে গ্রন্থে (৫০৪৫) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন] এক্ষেত্রে নর-নারী উভয়ের গুনাহ সমান।

৪। নারীদের বেপর্দা হওয়া ও বেগানা পুরুষদের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী; যাদেরকে আমি আমার যুগে দেখে যাইনি। এক শ্রেণীর লোক, তারা এমন এক সম্প্রদায়, তাদের সাথে থাকবে গরুর লেজের মত এক ধরনের চাবুক যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। অপর শ্রেণী হলঃ কাপড় পরিহিতা সত্ত্বেও নগ্ন নারী; তারা পুরুষদেরকে আকৃষ্টকারী ও নিজেরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের মাথা হবে বুখত শ্রেণীর উটের কুঁজের মত বাঁকা। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও তারা পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ এত এত দূর থেকেও পাওয়া যাবে।"[মুসলিম (২১২৮)]

বুখত হচ্ছে— লম্বা গলা বিশিষ্ট এক ধরণের উট।

৫। নারীরা এমনভাবে সুগন্ধি মেখে বাহিরে বের হওয়া যাতে করে সে সুগন্ধি বেগানা পুরুষদের নাকে লাগে— এটা হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, "যে নারী সুগন্ধি লাগিয়ে কোন সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করে যাতে করে তারা তার সুঘ্রাণ পায় সে নারী ব্যভিচারিনী।"[সুনানে নাসাঈ (৫১২৬), সুনানে আবু দাউদ (৪১৭৩), সুনানে তিরমিযি (২৭৮৬); আলবানী 'সহিহুন নাসাঈ' গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]

৬। কোমলভাবে কথা বলা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে আল্লাহ্‌র বাণী:

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِالۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ الَّذِيۡ فِيۡ قَلۡبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلۡنَ قَوۡلًا مَّعۡرُوۡفًا ﴿۳۲﴾

"হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা তো অন্য কোন নারীর মত নও; যদি তোমরা তাকওয়ার উপর অবিচল থাক। অতএব (অন্য লোকের সাথে) কোমলভাবে কথা বলবে না; তাতে অন্তরে ব্যাধিগ্রস্ত কোন (পুরুষ) লোক প্রলুব্ধ হতে পারে। তোমরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে।"[সূরা আহযাব, আয়াত: ৩২] যদি উম্মুল মুমিনীনদের ব্যাপারে এ বিধান হয় তাহলে অন্যদের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হওয়া আরও অধিক যুক্তিযুক্ত।

পুরুষ ও বেগানা নারীর মাঝের যে সম্পর্কটাকে ভালবাসা বলা হয় সেটা উল্লেখিত এ হারাম কাজগুলো এবং এগুলোর চেয়েও জঘন্য হারাম থেকে মুক্ত নয়; যদি এর সবগুলো একত্রিত নাও হয়।যদি কেউ এ ধরনের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তার উপর ওয়াজিব হল— আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করা এবং তাঁর অসন্তুষ্টি ও প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে সতর্ক হওয়া। অবিলম্বে ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। তার সাথে সাক্ষাত, বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদির চিন্তা না করা । বরঞ্চ চূড়ান্তভাবে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা চিন্তা করা। তার সাথে অন্তরের সম্পৃক্ত হওয়াটাই অঘটনের সূচনা। এটি শয়তানের ক্রমাগত প্ররোচনা।

জেনে রাখা প্রয়োজন, অধিকাংশ অঘটন ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হয়। এক পর্যায়ে এমন আকার ধারণ করে যা কল্পনাও করা যায় না। অনেক যুবক-যুবতীরা নিজেদের ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত আস্থাবান থেকেও শেষ রক্ষা করতে পারে না।

গবেষণায় সাব্যস্ত হয়েছে যে, যে বিয়েগুলো ছেলে-মেয়ের পূর্ব প্রেমের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় সে বিয়েগুলোর অধিকাংশই ব্যর্থ। পক্ষান্তরে, যে বিয়েগুলো এ ধরণের হারাম সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সে বিয়েগুলো সফল; যেগুলোকে মানুষ "গতানুগতিক বিয়ে" নামে অভিহিত করে থাকে।

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী সৌল-জুর-ডন এর মাঠ পর্যায়ের একটি গবেষণার ফলাফল হচ্ছে: "যে বিয়ের পাত্র-পাত্রী বিয়ের আগে প্রেমে পড়েনি এমন বিয়ে তুলনামূলকভাবে বড় সফলতা বাস্তবায়ন করছে।"

অপর এক সমাজবিজ্ঞানী ‘আব্দুল বারী’ কর্তৃক ১৫০০ টি পরিবারের ওপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফল হচ্ছে: ৭৫% এর বেশি প্রেমঘটিত বিয়ে তালাকের মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে, গতানুগতিক বিয়ের ক্ষেত্রে, তথা পূর্ব-প্রেমঘটিত নয় এমন বিয়েগুলোর ক্ষেত্রে এর শতাংশ ৫% এর নীচে।

এ ফলাফলের পেছনে প্রধান যে কারণগুলো থাকতে পারে সেগুলো হচ্ছে:

১। আবেগের তাড়নায় দোষ-ত্রুটি দেখা ও যাচাইবাছাই করার ক্ষেত্রে অন্ধ হয়ে থাকা। যেমনটি বলা হয়: (وعين الرضا عن كل عيب كليلة ভক্তির চোখ দোষ দেখার ক্ষেত্রে অন্ধ)। হতে পারে পাত্র-পাত্রী দুইজনের একজনের মাঝে কিংবা উভয় জনের মাঝে এমন কিছু দোষ রয়েছে যেগুলোর কারণে তিনি অপর পক্ষের উপযুক্ত নন। কিন্তু, এ দোষগুলো বিয়ের পরে ফুটে উঠে।

২। প্রেমিক ও প্রেমিকা উভয়ে ধারণা করেন যে, জীবন হচ্ছে— একটি ‘লাভ জার্নি’; যার কোন অন্ত নেই। এ কারণে আমরা দেখি যে, তারা ভালবাসা ও ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে কথা বলে না। পক্ষান্তরে, জীবন ঘনিষ্ঠ নানাবিধ সমস্যা ও সেগুলোকে মোকাবিলা করার পদ্ধতি তাদের আলোচনায় স্থান পায় না। কিন্তু, তাদের এ ধারণা বিয়ের পর চুরমার হয়ে যায়। যখন তারা জীবনের নানা সমস্যা ও দায়-দায়িত্বের মুখোমুখি হয়।

৩। প্রেমিক-প্রেমিকা সাধারণতঃ সংলাপ ও আলোচনায় অভ্যস্ত নয়। বরং তারা ত্যাগ ও অপর পক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্ব-ইচ্ছা বিসর্জন দেয়ায় অভ্যস্ত। বরং তাদের দু’জনের মাঝে তেমন কোন মতভেদ হয় না। কারণ প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ছাড় দিতে প্রস্তুত! কিন্তু, বিয়ের পরের অবস্থাটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের আলোচনা সমস্যার রূপ ধারণ করে। কেননা তাদের দু’জনের প্রত্যেকে কোন প্রকার আলোচনা-পর্যালোচনা ব্যতিরেকে স্বীয় মতের প্রতি অপর পক্ষের সম্মতি পেয়ে অভ্যস্ত।

৪। প্রেমিক-প্রেমিকা একে অপরের কাছে নিজের যে চরিত্র ফুটিয়ে তোলে সেটা তার আসল চরিত্র নয়। প্রেমকালীন সময়ে দুই পক্ষের প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য কোমলতা, নম্রতা ও আত্মত্যাগের চরিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু, তার পক্ষে এ চরিত্রের ওপর আজীবন অবিচল থাকা সম্ভবপর হয় না। তাই বিয়ের পর তার আসল চরিত্র ফুটে উঠে। আর সেই সাথে সমস্যাগুলো শুরু হয়।

৫। প্রেমকালীন সময়টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রঙিন সব স্বপ্ন ও অতিরঞ্জন ভিত্তিক হয়ে থাকে; যার সাথে বিয়ের পরের বাস্তবতার মিল থাকে না। প্রেমিক তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, শীঘ্রই সে তার জন্য চাঁদের টুকরা হাযির

করবে, তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী নারী না করে স্বস্তি পাবে না...ইত্যাদি। বিপরীত দিকে প্রেমিকা বলে— সে যদি তাকে পায় তাহলে তার সাথে একটা রুমেই থাকতে পারবে, ফ্লোরে ঘুমাতে পারবে, তার কোন চাওয়া-পাওয়া নাই, তাকে পেলেই চলবে!! যেমন জনৈক ব্যক্তি প্রেমিক-প্রেমিকাদের উক্তি উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলেছেন: "عش العصفورة يكفينا" ، و "لقمة صغيرة تكفينا" "أطعمني جبنة وزيتونة" (চড়ুই পাখির বাসা ও ছোট্ট এক লোকমা খাবার আমাদের জন্য যথেষ্ট। এক টুকরা চিজ ও একটি যাইতুন পেলেই আমি সন্তুষ্ট।) এসব আবেগ তাড়িত ও অতিরঞ্জিত কথা। সে জন্য উভয় পক্ষ অতিদ্রুত এ কথাগুলো ভুলে যায় কিংবা বিয়ের পর ভুলে যাওয়ার ভান ধরে। বিয়ের পর স্ত্রী স্বামীর কৃপণতা ও তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করার অভিযোগ করে। আর স্বামী স্ত্রীর ব্যাপক চাহিদা ও প্রচুর খরচের অভিযোগ করে।

উল্লেখিত কারণগুলো ও আরও অন্যান্য কারণে বিয়ের পরে উভয় পক্ষ কোন রাখঢাক ছাড়াই বলে যে, সে প্রতারিত হয়েছে, সে খুব তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। পুরুষ লোকটা এই ভেবে আফসোস করে যে, তার বাবা তার জন্য যে মেয়েটি ঠিক করেছিল সে ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করল না কেন। আর মেয়ে লোকটি এই ভেবে আফসোস করে যে, তার পরিবার তার জন্য যে ছেলেটি ঠিক করেছিল সে ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করল না কেন; অথচ পরিবার তো তাকে তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার উপর ছেড়ে দিয়েছিল!

ফলাফল হল: যে বিয়েগুলোর পক্ষদ্বয় ভাবত যে, অচিরেই তারা হবে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী দম্পতির উদাহরণ তাদের মাঝে তালাকের শতাংশ এত বেশি সংখ্যায়!!

উল্লেখিত কারণগুলো— ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান; যেগুলোর সত্যতার পক্ষে সাক্ষী দেয় বাস্তবতা। কিন্তু আমাদের উচিত হবে না, এ বিয়েগুলো ব্যর্থ হওয়ার প্রধান যে কারণ সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া। সে কারণটি হচ্ছে— এ ধরণের বিয়েগুলোর ভিত্তিপ্রস্তর আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম এ ধরণের পাপময় সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিতে পারে না; এমনকি সেটা যদি বিয়ের উদ্দেশ্যে হয় তবুও। তাই এ ধরণের বিবাহে আবদ্ধ দম্পতিদের ওপর আসমানী শাস্তি আসেই আসে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: “যে ব্যক্তি আমার যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জন্য রয়েছে কষ্টের জীবন” ।[সূরা ত্বহা, আয়াত: ১২৪] কঠিন ও কষ্টদায়ক জীবন আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও তাঁর ওহি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রতিফল।

আল্লাহ্‌ তাআলা আরও বলেন: “আর যদি গ্রামবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।”[সূরা আরাফ, আয়াত: ৯৬]

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বরকত হচ্ছে ঈমান ও তাকওয়ার প্রতিদান। যদি ঈমান ও তাকওয়া না থাকে কিংবা কম থাকে তাহলে বরকত কমে যায় কিংবা একেবারে নাই হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: "যে পুরুষ বা নারী ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করবে তাকে আমি উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের শ্রেষ্ঠ কাজের পুরস্কার দিব।"[সূরা নাহল, আয়াত: ৯৭] অতএব, উত্তম জীবন হচ্ছে— ঈমান ও নেক আমলের প্রতিফল।

আল্লাহ্ তাআলা সত্য বলেছেন যে: "অতএব যে লোক আল্লাহ্র ভয় ও সন্তুষ্টির উপর স্বীয় ভবনের ভিত্তি স্থাপন করে সে কি ভাল, না যে পড়পড় এক ভাঙ্গনের কিনারায় তার ভবনের ভিত্তি স্থাপন করে আর এই ভবন তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে ভেঙ্গে পড়ে সে ভাল? আল্লাহ্ জালিমদেরকে হেদায়েত করেন না।"[সূরা তাওবা, আয়াত: ১০৯]

অতএব, যে ব্যক্তির বিবাহ এমন হারাম ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে তার উচিত অবিলম্বে তওবা ও ইস্তিগফার করা। নতুনভাবে পুণ্যময় জীবন শুরু করা। যে জীবনের ভিত্তি হবে ঈমান ও নেক আমল।

আল্লাহ্ই তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তোষমূলক আমলের তাওফিকদাতা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৭. বৈধ ভালোবাসা বনাম নিষিদ্ধ প্রেম

ভালবাসার নামে দেশের ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় যুব সমাজকে ধ্বংস ও নিঃশেষ এর দিকে টেলে দিচ্ছে। যার ফলে পরিবার, সমাজ সবই হচ্ছে কলংকিত, অধ:পতিত। যার জলন্ত প্রমাণ প্রতিদিনই পত্রিকার পাতায় চোখ ভুলালেই দেখতে পাই। তারপরও কি আমরা সে পথ থেকে ফিরে আসতে পারি না? সময় থাকতে তা থেকে শিক্ষা নিতে পারি না? হ্যা ভালবাসা বড় মহৎ একটি গুণ। মহান আল্লাহপাক এই ভালবাসাকে একশত ভাগ করে নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখে মাত্র একভাগ সারা বিশ্বে সকল প্রাণী জগতে দান করে দিয়েছেন। যার দ্বারা মা সন্তানদেরকে ভালবাসে, স্বামী-স্ত্রীকে ভালবাসে, আত্মীয় স্বজন একে অপরকে ভালবাসে। বাকি নিরানব্বই ভাগ ভালবাসা মহান আল্লাহ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন তা দ্বারা তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন। মহান আল্লাহ প্রেম-ভালবাসা নামক ধ্বংসাত্বক রোগের প্রতিরোধের

জন্য পর্দাপ্রথা দিয়েছেন। এরই মাধ্যমে বাচানো সম্ভব হবে ব্যক্তি, পরিবার সমাজ এবং দেশকে রক্ষা করা। আল্লাহপাক নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন- তোমরা জাহেলী যুগের ন্যায় নিজেদের প্রদর্শন করে বাহিরে বের হয়ো না। (সূরা আহযাবঃ৩৩)

যারা অবৈধ ভালোবাসাকে পবিত্র বলতে দুঃসাহস দেখান এবং বলেন প্রেম পবিত্র। শালিনতার সাথে প্রেম করলে তা নাজায়িয হবে কেন? তাদেরকে আবারও বলছি, এটা আপনাদের নিছক মুর্খতা ও সম্পূর্ণ অমূলক ভুল এবং ভুল ধারণা। অবৈধ ভালবাসা কখনো পবিত্র হতে পারে না এবং পবিত্র হবার কোন পথও নেই। যুবক ও যুবতীর ভালবাসা সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম। এক মাত্র বৈবাহিক সম্পর্কের পর পরই প্রেম-ভালবাসা পবিত্র হতে পারে। বিয়ের আগে তা পবিত্র নয়, হারাম ও কবিরা গুনাহ। যদি বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েও যায় তবুও এ কাজে লিপ্ত হতে পারবে না যতক্ষণ না আকদ হয়েছে। এমন কি আকদের পূর্ব পর্যন্ত প্রেম সংক্রান্ত গোপন চিঠি আদান প্রদান, দেখা-সাক্ষাত, ফোনে কথা-বার্তা বলা সবই নিষিদ্ধ, কবীরা গুনাহ।

তাই আমাদেরকে সঠিকভাবে বাচতে হলে দেশ, জাতি ও পরিবারকে বাঁচাতে হলে এই অবৈধ প্রেম ভালবাসার পথ চিরতরে বন্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানদের সতর্ক হওয়া অতীব জরুরী। পরিশেষে বলব, যদি আমরা যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের শরীয়ত সম্মতভাবে বৈবাহিক বন্ধনের ভিত রচনা করি তাহলে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে সুখী হতে পারব। দেশ ও সমাজকে পাপাচার থেকে মুক্তি দিতে পারব এবং সামনে আগত প্রত্যেক শিশুকে সুন্দর ভবিষ্যত এবং কাঙ্খিত দেশ সমাজ ও পরিবেশ উপহার দিতে পারব। তাই আসুন, আমরা সবাই সচেতন হই এবং যুবসমাজকে সঠিকভাবে বাঁচার জন্য সুন্দর পথ দেখাই।

রেফারেন্স

১. মিম্বার প্রতিযোগীতা-২০২২, লেখক আব্দুল্লাহ্ আল মামুন।

২. https://www.jugantor.com/islam

৩. হারাম রিলেশনে থাকা অবস্থায় ইবাদাত ও দোয়া কবুল হবে? সাবরিনা ওবায়েদ আনিকা-যুগান্তর।

৪. বিটিএম ২৪, ভয়ংকর হারাম রিলেশন - বিটি এন -২৪।

৫. অবৈধ প্রেম থেকে দূরে থাকবেন যেভাবে - খাদিজা ইসলাম, ইসলাম প্রতিদিন।

৬. হরাম রিলেশন বনাম বিয়ে- ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব।

৭. https://quraneralo.net/loveinislam/